মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট

উপসচিব
বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোবা: ০১৭৪০-৬২৫৭৪০
ইমেইল: prompa6@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ www.mpa.gov.bd

"সংবাদ বিজ্ঞপ্তি"

"আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী"

০১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর মোংলা বন্দরের ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৫০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পিডি-৪(৪৮)/৫০/১ সংখ্যক গেজেট নোটিফিকেশন বলে ১ ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চালনা পোর্ট নামে এ বন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮৭ সালের পোর্ট অব চালনা অথরিটি এ্যাক্ট অনুসারে প্রথমে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীতে মোংলা পোর্ট অথরিটি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করার পর থেকে মোংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য সরকার অগ্রাধিকার ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে কাজ শুরু করে। ফলে ক্রমান্বয়ে মোংলা বন্দর গতিশীল হতে থাকে, যার কারণে প্রতি বছর বিদেশী জাহাজ, কার্গোহ্যান্ডলিং গাড়ি আমদানিতে রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে।

৭৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে বন্দর সদর দপ্তর মোংলা ও খুলনাস্থ বন্দর এলাকায় আলোকসজ্জা করা হয়। রাত ১২:০১ ঘটিকায় বন্দরে অবস্থানরত দেশী, বিদেশী সকল জাহাজে একমিনিট বিরতিহীন হুইসেল বাজানো হয়। বন্দরের অগ্রগতি কামনা করে মোংলা বন্দরের সকল মসজিদে দোয়া মাহফিল করা হয়। সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে বন্দরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন।

এর পর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তালুকদার আব্দুল খালেক, মেয়র সিটিকর্পোরেশন, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী কেক কেটে দিবসের শুভ উদযাপন শুরু করেন। শুরুতেই অত্র বন্দরের উপর নির্মিত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী। এসময় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সাইফ পোর্ট হোল্ডিং লি. এর চেয়ারম্যান তরফদার মো: রুহুল আমিন, মোংলা বার্থ ও শিপ অপারেটর এ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি সৈয়দ জাহিদ হোসেন ও মোংলা বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী বলেন, "মোংলা বন্দরে চলমান ড্রেজিং এর ফলে সম্প্রতি ৬০ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে বন্দরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত লাইবেরিয়ান পতাকাবাহী জাহাজ এমভি মানা সরাসরি মোংলা বন্দরে আগমন করে। এছাড়াও প্রথম বারের মতো বন্দর জেটিতে ৮.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বন্দরে ৮২৭টি বাণজ্যিকি জাহাজ আগমন করে ও ৯৯.০৫ লক্ষ মে.টন কার্গো, ২৬৫৮৩ টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং, ১৩ হাজার ৫৭৬ টি গাড়ি আমদানি এবং ৩০,২৪১.৬৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হয়েছে। আগামী দিনে মোংলা বন্দর আরও কর্মচঞ্চল ও স্মার্ট বন্দর হিসেবে বিশ্বের বুকে সমুন্নত হবে।"

এর পূর্বে ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মোংলা বন্দর হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীর শুভ উদ্বোদন করেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে খুলনা সিটি সিটিকর্পোরেশন মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, “২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেওয়ার পর মোংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য সরকার অগ্রাধিকার ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে কাজ শুরু করে। ফলে ক্রমান্বয়ে মোংলা বন্দর গতিশীল হতে থাকে, যার কারণে প্রতি বছর বিদেশী জাহাজ, কার্গোহ্যান্ডলিং গাড়ি আমদানিতে রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। মোংলা হবে বিশ্বমানের নিরাপদ, আধুনিক ও স্মার্ট সমুদ্রবন্দর।”

বন্দরের সেরা কৃতত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ বন্দরের ০৩ (তিন) কর্মকর্তা-কর্মচারী ১. জনাব মো: শাহীনুর ইসলাম, সহ: ব্যবস্থাপক (কর্ম) ২. মো: মাসুদুল ইসলাম, গবেষণা সহকারী ৩. জনাব মো: শাহিনুল ইসলাম, পরিচ্ছন্ন কর্মী কে ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বন্দর ব্যবহারকারীদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এবং ০২/১২/২০২২ হতে ০১/১২/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মবক’র পি,আর,এল ভোগরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাণপ্রবাহ এ বন্দরটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্যশস্য, সিমেন্ট ক্লিংকার, সার, মোটর গাড়ী, মেশিনারিজ, চাল, গম, কয়লা, তেল , পাথর, ভুট্টা, তেলবীজ, এলপিজি গ্যাস আমদানি এবং সাদামাছ, চিংড়ি, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, কাকড়া, ক্লে টাইলস, রেশমী কাপড় ও জেনারেল কার্গো রপ্তানির মাধ্যমে দেশের চলমান অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে।

স্বাক্ষরিত/-
উপসচিব

ভিশন

বিশ্বমানের নিরাপদ ও আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা।

মিশন

- বন্দরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বমানের বন্দরে রূপায়ন।
- চ্যানেলে নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।
- কার্গো ও কন্টেইনার সংরক্ষণের সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহসহ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ।

মোংলা বন্দরকে আরো আধুনিক ও বিশ্বমানের করে গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু প্রকল্প চলামান রয়েছে ও কিছু প্রকল্প ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১. নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়ায় জরুরী উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য ৭৬৭২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

২. বন্দর এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলযান এবং শিল্পকারখানা হতে সকল ধরণের বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য ৪০১২৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে ‘‘মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা’’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নরে কাজ চলছে।

৩. ইকুইপমন্টেসহ কন্টেইনার টার্মিনাল, হ্যান্ডলিং ইয়ার্ড, ডেলিভারী ইয়ার্ড, সার্ভিস ভেসেল, মেরিন ওয়ার্কসপ কমপ্লেক্স, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্স, ওভারপাস, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা ও বন্দর ভবন সম্প্রসারণ এবং ৮টি জলযান সংগ্রহরে লক্ষ্যে ৬০১৪৬১.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৪. মোংলা বন্দরের জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টির জন্য ইনার বার এলাকায় ৭৯৩৭২.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১6.0৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য ‘‘পশুর চ্যানলেরে ইনার বারে ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

৫. **পিপিপি’র আওতায় মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণঃ** মোংলা বন্দররে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইকুইপমন্টেসহ ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ কাজ কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে পিপিপি’র আওতায় ৪১৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহঃ

- মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (জিটুজি প্রকল্প)
- মোংলা বন্দর চ্যানেলে ৫ বছর মেয়াদী সংরক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প।
- পশুর চ্যানেলে নদী শাসন এবং মোংলা বন্দরের আরও সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।

চলমান প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন হলে মোংলা বন্দরের বার্ষিক সক্ষমতা দাড়াবেঃ

- চ্যানেলে ৮.৫ সিডি গভীরতা অর্জিত হবে। এতে ১০ মিটার গভীরতার জাহাজ মোংলা বন্দরে হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবে।
- মোংলা বন্দরে বার্ষিক প্রায় ৮ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার, ৪ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং ৩০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা সৃষ্টি হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (২০২৫ সাল হতে ২০৪০ সাল পর্যন্ত)

- আধুনিক কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- জয়মনিরগোলে কার ইয়ার্ড নির্মাণ
- জয়মনিরগোলে মাল্টি-পারপাস জেটি নির্মাণ
- আকরাম পয়েন্টে ভাসমান জেটি নির্মাণ (সমীক্ষায় সুপারিশকৃত হলে)
- হিরণ পয়েন্ট পাইলট ষ্টেশনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং জ্যাফর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ ও ভবন নির্মাণ
- নদী শাসন কার্যক্রম গ্রহণ
- যাবতীয় সুবিধাদিসহ হ্যালিপ্যাড ও হ্যাঙ্গার নির্মাণ ও হেলিকপটার ক্রয়।
- সহায়ক জলযান সংগ্রহ
- উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ
- পানি শোধনাগার নির্মাণ (২য় পর্যায়)
- জয়মনিরগোলে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ (২য় পর্যায়)
- নেভিগেশনাল এইড সংগ্রহ
- ভিটিএমআইএস সম্প্রসারণ।